

# সূচি

সম্পাদকের কথা -----	৯
নিরীক্ষকের কথা -----	১২
অনুবাদকের কথা -----	১৪
লেখক পরিচিতি -----	১৭
প্রারম্ভিকা -----	২০
আদম-সন্তানের ওপর শয়তানের আক্রমণের কৌশল -----	২১
শয়তানের কুমন্ত্রণা -----	৩৩
পবিত্রতা ও সালাতের নিয়ত -----	৪৮
ওজু ও গোসলে অতিরিক্ত পানির ব্যবহার -----	৫২
ওজু নষ্টের কুমন্ত্রণা উপেক্ষা করা -----	৫৬
নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বন -----	৫৯
নবি ﷺ-এর উদারতা সত্ত্বেও কিছু মানুষের কঠোরতা অবলম্বনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত -----	৬১

জুতা পরে সালাত আদায় -----	৬৩
জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় -----	৬৫
উটের আস্তাবলে সালাত আদায় -----	৬৭
সাহাবিদের খালিপায়ে মাসজিদে গমন -----	৬৯
কাপড়ে ময়ি লাগার বিধান -----	৭১
শৌচকাজের পরে পবিত্রতা অর্জনে পাথরের ব্যবহার এবং পুঁজের ব্যাপারে শারীআতের হুকুম -----	৭২
সালাতের সময় শিশুদের বহন -----	৭৫
মুশরিকদের তৈরি পোশাক -----	৭৭
উন্মুক্ত পাত্রের অবশিষ্ট পানি ব্যবহার -----	৭৮
অল্প রক্ত বের হওয়া অবস্থায় সালাত আদায় -----	৮০
দুধ পান করানো নারীর কাপড় -----	৮০
আহলে কিতাবদের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ -----	৮৪
পৌত্তলিকতা এবং বৈধ বিষয়কে অবৈধ ঘোষণা করার মধ্যে সাদৃশ্যতা -----	৮৫
শব্দ উচ্চারণে শয়তানের কুমন্ত্রণা -----	৮৯
শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির দেওয়া ওজরের জবাব -----	৯২
কোনো অনিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তালাকের কসম খাওয়া -----	৯৭
সন্দেহজনক তালাকের ক্ষেত্রে শারঈ আইন -----	৯৯
পবিত্রতা সম্পন্ন হবার ব্যাপারে সংশয় -----	১০১
কাপড়ে নাপাকি লাগার স্থান সম্পর্কে না জানলে কী করণীয়? -----	১০৩
কাপড় পবিত্র না অপবিত্র—তা নির্ণয়ে সংশয়! -----	১০৩
ওজুর পাত্রের পবিত্রতা সম্পর্কে সংশয় -----	১০৫

কিবলার দিক নির্ণয়ে সংশয় -----	১০৬
অনির্দিষ্টভাবে এক ওয়াক্ত সালাত ছুটে যাওয়া -----	১০৭
শয়তানের কুমন্ত্রণাগ্রস্ত ব্যক্তির উপস্থাপিত প্রমাণের বাতিলকরণ -----	১০৯
ওজুর ক্ষেত্রে ইবনু উমার <small>রাঃ</small> -এর সংশয় ও কুমন্ত্রণা -----	১১১
তাদের প্রত্যুত্তর, যারা বলে—কোনো জিনিসকে কবুল হয়েছে না ধরে সন্দেহ করা ভালো -----	১১৪



## সম্পাদকের কথা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

মানব জাতির সূচনালগ্ন থেকেই শয়তান মানুষের নিকৃষ্ট শত্রুর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইবলিশ ও তার বাহিনী দিবানিশি মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে সচেষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ‘ওয়াসওয়াসা’ বা কুমন্ত্রণা। কানের কাছে সর্বক্ষণ তাদের এই কর্ম চালু থাকে। ফলে বান্দা আল্লাহর পথ ভুলে শয়তানের পথে ধাবিত হয়।

সূরা নাস পড়ার সময় খান্নাসের ওয়াসওয়াসা থেকে আমরা হয়তো দিনে একবার হলেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। কিন্তু এ বিষয়ক পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে শয়তানের ওয়াসওয়াসার জাল আমরা ছিন্ন করতে পারি না, অথচ আমাদের রব জানিয়েছেন শয়তানের কৌশল খুবই দুর্বল। কিন্তু এক দুর্বল মানুষ তার অজ্ঞতার কারণে অপর দুর্বল শয়তানের কৌশলের ফাঁদে আটকা পড়ে যায়।

সেজন্য মানুষকে জানতে হবে শয়তানের ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে, যাতে করে সে প্রতিরক্ষার জন্য গড়ে তুলতে পারে এক দুর্গ, যার ভেতর শয়তানের থাকবে না কোনো প্রবেশাধিকার।

আরবিতে তো এ বিষয়ক কিতাবাদি যথেষ্ট রয়েছে কিন্তু বরাবরের মত অবহেলিত

বাঙালি জনপদে মানুষকে এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানানোর মত বইয়ের বড় অভাব। সেক্ষেত্রে আশরাফুল আলম ভাইয়ের অনূদিত এই বইটি সেই প্রয়োজন অনেকটাই মেটাতে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

বইটি মূলত হাম্বলী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম মুওয়াফফাকুদ্দীন ইবন কুদামাহ আল মাকদিসি (রাহ.) এর লিখিত ‘যাম্মুল মুওয়াসউইসিন’ এর আরবি ব্যাখ্যা গ্রন্থ “মাকাইদুশ শায়াতিন” এর ইংরেজি অনুবাদের ভাষান্তর। আরবি ব্যাখ্যাগ্রন্থটির রচয়িতা হাম্বলী মাযহাবের অপর প্রখ্যাত ইমাম, ইবনু কায়্যিম (রাহ.)।

বইয়ের সম্পাদনা যেভাবে করা হয়েছে-

১) যেহেতু এটা ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ তাই ইংরেজি কপিকেই মূল হিসেবে ধরা হয়েছে।

২) ইংরেজি অনুবাদে মূল আরবির পুরোটা আসেনি। অনেকেই একই বিষয়ের একাধিক দলীল কিংবা লম্বা আলোচনা ও ব্যাকরণিক আলোচনাকে ইংরেজিতে পাঠকের সুবিধার্থে স্থান দেওয়া হয়নি, বাংলা অনুবাদেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে কয়েকটি স্থানে মূল আরবি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

৩) এক্ষেত্রে কায়রোর মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়া কর্তৃক ১৪০১ হিজরির রাবিউল আখিরে প্রকাশিত আরবি কপিটি অনুসরণ করা হয়েছে। এটি তাদের প্রথম সংস্করণ ছিল।

৪) মূল কিতাবের টীকাতে হাদীসের তাখরীজ ও তাহকীক বলতে গেল ছিলই না। এক্ষেত্রে প্রায় সকল হাদীসের তাখরীজ সম্পাদক নিজেই করেছে।

৫) যে সকল হাদীস নাম্বার ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রায় সবগুলোই মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে নেওয়া।

৬) আল্লামা শু’আইব আরনাউত্ব (রাহ.) ও তাঁর সাথীদের তাহকীক মূলত মুসনাদু ইমাম আহমাদ ও সুনানু আবি দাউদে করা তাঁদের তাহকীক থেকে নেওয়া।

৭) সাহাবিদের ও সালাফদের কওলের তাখরীজ ও তাহকীক সেভাবে করা হয়নি। কেবল হাদীসেরই বিস্তারিত তাখরীজ ও তাহকীক যোগ করা হয়েছে।

৮) কিছু ক্ষেত্রে আরবি হাদীস অ্যাপ জামিউল কুতুবিত তিস'আহ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৯) যেহেতু বইটি ফিকহী আলোচনায় ভরপুর কাজেই এতে কিছু জটিলতাও রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেসকল ফিকহী মত আনা হয়েছে তা হাম্বলী মাযহাব ভিত্তিক। তবে ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) অনেক ক্ষেত্রেই ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর তৃতীয় কওলকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তা অপর কোনো মাযহাবের অগ্রগণ্য মতের সাথে মিলে গেছে। এরকম কতিপয় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টীকা যোগ করে হাম্বলী মাযহাবের মূল মত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১০) গুটিকয় ক্ষেত্রে ইমাম ইবনু কায়্যিম (রাহ.) অপর মাযহাবের (যেমন হানাফী) এমন মত উল্লেখ করেছেন যা তাদের অগ্রগণ্য মত নয়। তাই সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় টীকা যোগ করা হয়েছে।

১১) এছাড়াও আলোচনা বোধগম্য করার জন্য সম্পাদকের পক্ষ থেকে উল্লেখসহ কিংবা ছাড়া বহু টীকা যোগ করা হয়েছে।

১২) মাত্রাতিরিক্ত টীকা এই বইটাকেই একটা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বানিয়ে ফেলবে এরকম ভয় থাকায় ব্যাখ্যামূলক টীকা যথাসম্ভব কম রাখা হয়েছে। নয়তো টীকা দেবার মত বহুস্থান এখনো বইটিতে রয়েছে।

আশা করি বইটি পাঠ করে শয়তানের হরেক রকমের কৌশল সম্পর্কে আপনারা জানতে সক্ষম হবেন ফলে সেসব থেকে বাঁচা আপনাদের জন্য সহজ হবে। এতে আগত বিভিন্ন মাস'আলা আপনারা নিজ এলাকার আলেম থেকে জেনে নিতে পারেন এতে করে মাযহাব বিষয়ক দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বইটি কবুল করে নিন, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খাইর দান করুন, কাল কিয়ামাতে বইটি আমার পক্ষেই সাক্ষ্য হোক বিপক্ষে না হোক এই কামনায়-

মানযূরুল কারীম

## নিরীক্ষকের কথা

ওয়াসওয়াসা হলো মানুষের মনের কোনায় শয়তানের জাগ্রত করা বিভিন্ন রকমের ভাবনা, যা ইবাদাত-বন্দেগীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে সুন্দহান ও পেরেশান করে তোলে। সাধারণভাবে এটি মানুষের সমস্যা মনে হলেও বাস্তবতা কিন্তু ঠিক এর উল্টো। কারণ যে ব্যক্তি ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হয় তার দিবানিশির ঘুম হারাম হয়ে যায়। সারাফকণই সে অস্থিরতা আর পেরেশানির বালুতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হয়ে পড়ে বিপন্ন।

প্রথম দিকে আমিও এই রোগকে সাধারণ মনে করতাম। কিন্তু বেশ কিছুদিন আগে একজন ওয়াসওয়াসাগ্রস্ত ব্যক্তি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরে। তিনি দিনরাত কতোটা অশান্তির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত করেন সেই কথাগুলো বর্ণনা করেন অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত কণ্ঠে। ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত হবার দরুন সৃষ্ট তার দুর্দশার পরিমাণ আন্দায় করার জন্য এতোটুকু উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, এই কারণে নাকি অনেক সময় তার বিবাহবিচ্ছেদ হবার উপক্রম হয়।

এছাড়াও আরও কিছু ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। একজনকে দেখেছি আমার পাশেই সালাতে দাড়িয়ে বারবার তাকবীরে তাহরীমা বলে সালাত শুরু করে একটু পরেই হাত ছেড়ে দিচ্ছে। তারপর আবার নতুন করে সে আগের চেয়ে আরও বেশি বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধছে। এভাবে বহুক্ষণ সে একই কাজ করে যেতে থাকলো। মানে, প্রতিবারই সালাত শুরু করার কিছুক্ষণ পর তার মনে হয়, আগের বার বলা তাকবীরে তাহরীমা কোন কারণে



সঠিক হয়নি। তাই সে ওটা বাদ দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করে। এটা যে কতোটা যত্নগাদায়ক তার পরিপূর্ণ বাস্তবতা কেবল ভুক্তভোগীই জেনে থাকবেন।

মূলত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এই রোগের উৎপত্তি। একে এক ধরনের মানসিক রোগও বলা যায়। এর প্রতিকারার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত বেশ কিছু হাদীস রয়েছে। সালাফে সালাহীনও এই বিষয়ে অনেক দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। সেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিভিন্ন পুস্তকের পাতায়। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়টি একটি পুস্তকে তুলে ধরেছেন এমন দৃষ্টান্ত তেমন একটা পাওয়া যায় না।

অষ্টম শতাব্দির বিখ্যাত আলেম ও ফকীহ ইবনু কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ রচিত ‘মাকায়িদুশ শায়াতিন ফীল ওয়াসওয়াসাতি’ এই বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার একটি গ্রন্থ। এতে তিনি এই রোগের কারণ চিহ্নিত করা সহ এর প্রতিকারের নানান পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। বইটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বহু আগেই এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলাভাষায় এটি এখনও পর্যন্ত কেউ ভাষান্তরিত করেনি বলেই আমি জানি। ফলে ওয়াসওয়াসা বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থের অভাব রয়ে যায় বাংলা ভাষাতে।

প্রতিভাবান তরুন লেখক প্রিয় আশরাফুল আলম ভাইয়ের কলমে সম্প্রতি এটি অনূদিত হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে এই অভাবটি পূরণ হবে। তিনি মূল অনুবাদ ইংরেজি সংস্করণ থেকে করেছেন। ফলে ভাষার একাধিক প্রাচীর তৈরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই মূলের সাথে কোথাও কোথাও কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমি আরবীর সাথে মিলিয়ে তা নিরীক্ষণ করে দিয়েছি। এর মাধ্যমে আশা করি ঘাটতিটুকু পূরণ হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে কবুল করে নিন। একে ওয়াসওয়াসায় আক্রান্ত মানুষদের মুক্তির পাথেয় বানান। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ

## অনুবাদকের কথা

আমার মহাপরাক্রমশালী ও বিপুল প্রতিপত্তির অধিকারী রব আল্লাহ তাআলার সেরূপ প্রশংসা করছি, যেক্ষেপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য কৃতজ্ঞতা সেই রহমানের প্রতি যিনি, আমাকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম রহমাতুল্লিল ‘আলামিন, খাতামুন নাবিয়্যিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

আল্লাহ ﷻ আমাদের একটি মাত্র উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হচ্ছে, শুধুমাত্র তাঁর ইবাদাত করা। আর তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন আমাদের মধ্যে আমলে কে উত্তম, সেটা দেখার জন্য; যদিও তিনি এ ব্যাপারে পূর্ব হতেই সম্যক অবগত। উত্তম আমলের মাধ্যমে কীভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে, সেটা তিনি নবি ﷺ-এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং সেটা অনুকরণের আদেশ দিয়েছেন। সুতরাং, নবি ﷺ-এর দেখানো পথই সরল পথ, যার অনুসরণই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র পন্থা।

সৃষ্টিজগতের সূচনা হতেই ইবলীস-শয়তান মানুষের শত্রু, এবং তার সাথে শত্রুসুলভ আচরণ করেই আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন। নবি ﷺ-এর দেখানো প্রতিটি সরল পথেই শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেবার জন্য গুঁৎ পেতে বসে থাকে। মানুষকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার জন্য সে সর্বদা মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যায়। এটা যদি সে না পারে, তা হলে সে চায়, মানুষের আমলগুলো যেন সুন্নাহ অনুযায়ী না হয়। তাই সে মানুষের অন্তরে এই চিন্তা ঢেলে দেয় যে, শুধুমাত্র সুন্নাহ’র অনুসরণ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট নয়। যারা তার কানপড়ায় সায় দিয়ে দ্বীনের অংশ ভেবে সুন্নাহ’র

বিপরীত আমল শুরু করে, তারা দ্বীনের মধ্যে নতুন জিনিস সৃষ্টিকারী। আর দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা, যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়!

সুতরাং, যাঁরা রাসূল ﷺ-এর পথ অনুসরণ করে, তাঁরা সরল পথে রয়েছে এবং তাঁরা সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁদেরকে আল্লাহ ﷻ ভালোবাসেন ও যাঁদের পাপসমূহ তিনি ক্ষমা করে দেবেন। আর যাদের আমল রাসূল ﷺ-এর কর্ম ও কথা থেকে বিচ্যুত হবে, তারা হচ্ছে বিদআত উদ্ভাবনকারী, শয়তানের অনুসারী; এবং তারা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাঁদের জন্য আল্লাহ ﷻ ক্ষমা ও পুরস্কারের ওয়াদা করেছেন।

ইমাম হাফেয ইবনু ক্যায়্যিম আল-জাওজিয়াহ ﷺ এই গ্রন্থটি লিখেছেন শয়তানের কৌশল ও উম্মাহ'র ওপর শয়তানের প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পর্কে, যাতে বিচক্ষণ মুসলিম ইলম ও ঈমানের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং এর থেকে বিরত থাকতে পারে; পাশাপাশি আমাদের ওপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টিও যাতে বুঝে আসে। তাই বাংলাভাষী মুসলিমেরা যাতে গ্রন্থটি থেকে উপকার নিতে পারেন, সেজন্যই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছি। গ্রন্থটি পড়ামাত্রই পাঠকের বুঝে আসবে যে, আমাদের পূর্ববর্তী মুত্তাকী আলিমগণ সুন্নাহ'র প্রতি কেমন আগ্রহ পোষণ করতেন, আর বিদআতের অনুসরণের প্রতি কেমন কঠোর ও উদাসীন ছিলেন! আল্লাহ ﷻ আমাদের অন্তরেও তাঁদের মতো সুন্নাহ'র প্রতি ভালোবাসা এনে দিক ও বিদআতের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার তাওফীক দিক। আমীন।

অনুবাদের জগতে এটাই আমার প্রথম গৃহপ্রবেশ। আমি আমার সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি গ্রন্থটিকে বাংলাভাষায় সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে। গ্রন্থের মধ্যে কিছু ব্যাকরণিক আলোচনার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাভাষী যে কেউ পড়ে বুঝতে পারবে না। গ্রন্থটির প্রতিটি দুর্বল হাদীসের সনদ ও উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অধিকাংশ সহীহ হাদীসের উৎসও উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু হাদীসের সনদ উল্লেখ করা হয়নি। আমার জানামতে সেগুলো অতিপরিচিত সহীহ হাদীস। বইটিতে বিভিন্ন শব্দ ও বিষয়বস্তু বোঝার জন্য নিজ থেকে কিছু অতিরিক্ত টীকা যুক্ত করেছি। আশা করি তার ফলে বইটি পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য হবে। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ফিকহী বিষয়ে একাধিক মত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যারা আলিম নয়, তারা নিজেদের খেয়াল খুশির অনুসরণ না করে নিজ মানহাজের বিজ্ঞ আলিমগণের কাছ থেকে মাসআলা গ্রহণ করবেন, ইন শা আল্লাহ। কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া

উচিত শারীআতের নিকটবর্তী মত অবলম্বন করা, নিজের সুবিধামতো মত অবলম্বন করে নফসের প্রলোভন মেটানো নয়। তাই পাঠকগণের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

গ্রন্থটিতে বিদ্যমান কুরআনের আয়াতসমূহ অধিকাংশই উইন্ডোজ অ্যাপলিকেশন ‘Ayat’ থেকে নিয়েছি। শেষের দিকে ‘<http://quranmazid.com>’ ওয়েবসাইট চালু হবার পরে সেখান থেকে নিয়েছি। অধিকাংশ হাদীসই আমি নিজ থেকে অনুবাদ করেছি, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয়নি। এ ক্ষেত্রে ‘[ihadith.com](http://ihadith.com)’ ওয়েবসাইটের সহযোগিতা নিয়েছি। যাঁরা এসব প্রোজেক্টের পেছনে অবদান রেখেছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নিক।

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন নির্দেশনা থেকে জানা যায় যে, নেক আমলের পথপ্রদর্শক ও উৎসাহদাতাও আমলকারীর মতো সওয়াব লাভ করবেন। আল্লাহর দেখানো পথ ও রাসূল ﷺ—এর সুন্নাহ’র প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ও বিদআতকে বিসর্জন দেওয়ার বিষয়ে এই গ্রন্থটির অনুবাদ আমার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার প্রচেষ্টার মধ্যে প্রচুর ভুল রয়েছে—এটা আমি স্বীকার করি; তবুও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি এই ক্ষুদ্র কাজটিকে আমার ও আমার পরিবারের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিক। আমীন।

## লেখক পরিচিতি

শায়খের পূর্ণ নাম হচ্ছে আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আবী বাকর বিন আইয়ুব আয-যুরি আদ-দিমাশকি আল-হাম্বলি। তিনি সংক্ষেপে ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়াহ ؒ বলেই মুসলিম উম্মাহ'র মাঝে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর পিতা দীর্ঘ দিন দামেস্কের আল জাওযিয়াহ মাদ্রাসার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বলেই তাঁর পিতা আবু বাকর ؒ-কে কায়্যিমুল জাওযিয়াহ অর্থাৎ মাদরাসাতুল জাওযিয়াহর তত্ত্বাবধায়ক বলা হয়। পরবর্তী কালে তাঁর বংশের লোকেরা এই উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তিনি ৬৯১ হিজরি সালের সফর মাসের ৭ তারিখে দামেস্কে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনু কায়্যিম ؒ এক ইলমি পরিবেশ ও ভদ্র পরিবারে প্রতিপালিত হন। মাদরাসাতুল জাওযিয়াহতে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি স্বীয় যামানার অন্যান্য আলিমে দ্বীন থেকেও জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর উস্তাদদের মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়া ؒ সর্বাধিক উল্লেখ্য। ইমাম ইবনু তাইমিয়া ؒ-এর ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র ইবনু কায়্যিম ؒ-ই ছিলেন তাঁর জীবনের সার্বক্ষণিক সাথি। তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন—আহমাদ বিন আব্দুদ দায়িম আল-মাকদিসি ؒ, তাঁর পিতা কায়্যিমুল জাওযিয়াহ ؒ, আহমাদ বিন আব্দির রাহমান আনু নাবলুসি ؒ, ইবনুস্ সিরাজি ؒ, আল-মাজদু আল হাররানি ؒ, আবুল ফিদা বিন ইউসুফ বিন মাকতুম আলকায়সি ؒ, হাফেয ইমাম আয-যাহাবি ؒ, শরফুদ্দীন আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল হালীম ইবনু তাইমিয়া আনু নুমাইরি

ﷺ, তকীউদ্দীন সুলায়মান বিন হামজাহ আদ্ দিমাস্কি ﷺ প্রমুখ বিজ্ঞ আলিমগণ।

ইমাম ইবনু তাইমিয়া ﷺ-এর পরে ইমাম ইবনু কায়্যিম ﷺ-এর মতো দ্বিতীয় কোনো মুহাক্কিক আলিম পৃথিবীতে আগমন করেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন তাফসীরশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, উসূলে দ্বীন তথা আকীদাহর বিষয়ে পর্বতসদৃশ, হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নুসুসে শরইয়্যা থেকে বিভিন্ন ছকুম-আহকাম বের করার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়।

সুতরাং, একদিকে তিনি যেমন ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ-এর ইলমি খিদমাতসমূহকে একত্র করেছেন, এগুলোর অসাধারণ প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন, শায়খের দাওয়াত ও জিহাদের সমর্থন করেছেন, তাঁর দাওয়াতের বিরোধীদের জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর ফতোয়া ও মাসায়েলগুলোর সাথে কুরআন ও সুন্নাহ'র দলিল যুক্ত করেছেন, সেই সাথে তিনি নিজেও এক বিরাট ইলমি খিদমাত মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

তাঁর অধিকাংশ লেখনীতেই দ্বীনের মৌলিক বিষয় তথা আকীদাহ ও তাওহীদের বিষয়টি অতি সাবলীল, সহজ ও আকর্ষণীয় ভাষায় ফুটে উঠেছে। সুন্নাতে রাসূল ﷺ-এর প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। বিদআত ও বিদআতীদের প্রতিবাদে তিনি ছিলেন স্বীয় উস্তাদের মতোই অত্যন্ত কঠোর। লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে সুন্নাহবিরোধী কথা ও আমলের মূলোৎপাটনে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ সময় ও শ্রম ব্যয় করেছেন। এ ব্যাপারে তিনি কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। তাওহীদের ওপর তিনি মজবুত ও একনিষ্ঠ থাকার কারণে এবং শিরক ও বিদআতের জোরালো প্রতিবাদের কারণে তাঁর শত্রুরা তাকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। তাঁকে গৃহবন্দি, দেশান্তর এবং জেলখানায় ঢুকানোসহ বিভিন্ন প্রকার মুসিবতে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এত নির্ধাতনের পরও তিনি স্বীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে বিন্দুমাত্র সরে পড়েননি।

আল্লামা ইবনু কাসীর ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, “আমাদের যামানায় ইবনু কায়্যিম ﷺ-এর চেয়ে অধিক ইবাদাতকারী অন্য কেউ আছে বলে জানি না; তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ নামায আদায় করতেন এবং রুকু ও সিজদাহ লম্বা করতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁর সাথিগণ তাঁকে দোষারোপ করতেন। তথাপিও তিনি স্বীয় অবস্থানে অটল থাকতেন।”

তিনি মুসলিম উম্মাহ'র জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিশাল দ্বীনি খিদমাত রেখে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—আস্ সাওয়াইকুল মুরসালাহ, যাদুল মাআদ ফী হাদ্যী খাইরিল ইবাদ, মিতাতু দারিস সাআদাহ, মাদারিজুস্ সালিকীন,

আল-কাফীয়াতুশ শাফীয়া ফীন্ নাহু, আল-কাফীয়াতুশ শাফীয়া ফীল ইনতিসার লিলফিরকাতিন নাজীয়াহ, আল-কালিমুত তায়্যিব ওয়াল আমালুস সালিহ, ই‘লামুল মুআক্কিয়ীন, আল-ফুরসীয়াহ, তরীকুল হিজরাতাইন ও বাবুস সাআদাতাইন, আত-তুরকুল হিকামিয়াহ, আল-ফাওয়াইদ, হাদীউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ, আল-ওয়াবিলুস সায্যিব, উদ্দাতুস সাবিরীন ও যাখীরাতুশ শাকিরীন, আস্ সিরাতুল মুসতাকীম ইত্যাদি।

তাঁর ছাত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছে—ইমাম ইবনু রজব হাম্বলি رحمہ اللہ, হাফেয ইমাম ইবনু কাসীর رحمہ اللہ, আলি বিন আব্দুল কাফি আস্ সুবকি رحمہ اللہ, হাফেজ ইমাম আয্ যাহাবি رحمہ اللہ, মুহাম্মাদ বিন আহমাদ ইবনু কুদামা আল-মাকদিসি رحمہ اللہ, মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল ফাইরুযাবাদি رحمہ اللہ।

মুসলিম উম্মাহ’র জন্য অসাধারণ ইলমি খিদমাত রেখে এবং ইসলামি গ্রন্থাগারের বিরাট এক অংশ দখল করে হিজরি ৭৫১ হিজরি সালের রজব মাসের ১৩ তারিখে এই মহা মনীষী ইহকালের মায়া ত্যাগ করেন। দামেস্কের বাবে সাগীরের গোরস্থানে তাঁর পিতার পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

## প্রারম্ভিকা

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্যের সাথে নিজেকে তাঁর বান্দাদের কাছে প্রকাশ করেছেন এবং তাদের হৃদয়কে সেভাবে আলোকিত করেছেন, যেভাবে তারা আল্লাহর গুণের পরিপূর্ণতার সাক্ষ্য দিয়েছে। তিনি তাঁর নিয়ামাতকে তাদের ওপর পরিপূর্ণ করেছেন, ফলে তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ ﷻ এক, অমুখাপেক্ষী, যার কোনো শরীক নেই—যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে বলেছেন।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ﷻ ছাড়া ইবাদাতযোগ্য কেউ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার নবি এবং রাসূল, যাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমস্ত মানবজাতির ওপর করুণা হিসেবে। তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সমস্ত বিশ্বাসীদের নেতা, অবিশ্বাসীদের জন্য উদ্দিগ্ধতার কারণ এবং সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রমাণস্বরূপ।



## আদম-সন্তানের ওপর শয়তানের আক্রমণের কৌশল

আল্লাহ ﷻ তাঁর শত্রু ইবলীসের ব্যাপারে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। যখন আল্লাহ ﷻ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন সে আদম ﷺ-কে সিঁজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে? তখন ইবলীস যুক্তি দেখাল, সে আদম ﷺ-এর থেকে উত্তম। ফলে সে অভিশপ্ত হলো এবং অভিশপ্ত হবার পর সে আল্লাহ তাআলার কাছে কিয়ামাত পর্যন্ত অবকাশ চেয়েছিল। আল্লাহ ﷻ যখন তাকে অবকাশ দিলেন, তখন সে বলেছিল,

﴿قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾

“সে বলল, তুমি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছ, তাই আমিও শপথ করছি যে, আমি তাদের (মানুষের) জন্য তোমার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে, তাদের পিছন দিক থেকে, তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও। আর তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ হিসেবে পাবে না।”<sup>[১]</sup>

অধিকাংশ তাফসীরকারকদের মতে, এই উত্তরের মাধ্যমে ইবলীস বিশ্বাসীদের পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছে।

“তোমার সরল পথে”—এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে।

ইবনু আব্বাস রা. বলেছেন, “তোমার পরিষ্কার দ্বীনে (অর্থাৎ ইসলাম)।”

ইবনু মাসউদ রাঃ বলেছেন, “তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।”

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাঃ বলেছেন, “তা হচ্ছে ইসলাম।”

এবং, মুজাহিদ রাঃ বলেছেন, “তা হচ্ছে হক।”

এই সবগুলি ব্যাখ্যার একই অর্থ। তা হলো, ‘আল্লাহর পথ’।

সাবরাহ বিন আল-ফাকাহ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرَقِهِ كُلِّهَا

“নিশ্চয় শয়তান আদম-সন্তানের সকল পথেই তার জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে”<sup>[২]</sup>

আতিয়াহ<sup>[৩]</sup> রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে,

(ثُمَّ لَأَعَاتِيَهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ)

অর্থাৎ, “তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সম্মুখ দিক থেকে”—  
আয়াতাংশের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাঃ বলেছেন, শয়তান “পার্শ্বি ব্যাপারসমূহে”  
আদম-সন্তানদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করবে।

আলি বিন আবী তালহা<sup>[৪]</sup> রাঃ বলেছেন, “এই আয়াতাংশ দিয়ে বোঝানো হয়েছে,  
‘আমি তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে সন্দিহান করে তুলব।’” এই বর্ণনাটি হাসান  
রাঃ-এর একটি বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতাংশ  
দিয়ে বোঝানো হয়েছে—‘আখিরাতের বিষয়সমূহে সে সন্দেহ সৃষ্টি করবে। ফলে  
একজন ব্যক্তি পুনরুত্থান, জাহ্নাত ও জাহান্নামকে অস্বীকার করবে’

“সম্মুখ দিক থেকে”—আয়াতাংশ সম্পর্কে মুজাহিদ রাঃ বলেছেন, “এর দ্বারা  
উদ্দেশ্য হলো, যেদিক থেকে মানুষেরা অবলোকন করে থাকে।”

২ আস সুনান, ইমাম নাসাঈ : ৩১৩৪; আল মু‘জামুল কাবির, ইমাম তাবরানি : ৬৫৫৮।

৩ আতিয়াহ হচ্ছেন আতিয়াহ বিন সা’দ আল আওফি আল কুফি, কুনিয়াত : আবুল হাসান। তিনি আবু হুরাইরাহ, আবু সাঈদ ও ইবন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, হাশিম ও ইবন আদি (রাহ.) তাঁকে দ্বিফ বলেছেন, তবে ইমাম তিরমিযি (রাহ.) তাঁর বর্ণনাকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। মৃত্যু হয় ১১১ হিজরিতে।

৪ তিনি ছিলেন আলি বিন আবী তালহা (রাহ.), বনু হাশিমের আযাদ দাস ছিলেন। সহীহ মুসলিমে ইবন আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর বর্ণিত একটি মুরসাল রিয়াওয়াত আছে। এ ছাড়া সুনান আবী দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজাহতে তাঁর বর্ণনা রয়েছে। মৃত্যু ১৪৩ হিজরিতে।

এরপর, (وَمِنْ خَلْفِهِمْ) অর্থাৎ,

“তাদের পেছন দিক থেকে”—আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রা বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদের মাঝে দুনিয়াপ্রীতি সৃষ্টি করব।”

হাসান রা এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদের জন্য দুনিয়াকে সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করব। তাদেরকে দুনিয়াবি বিষয় দিয়ে আক্রমণ করব।”

আবু সালিহ রা এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদেরকে পরকাল সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলব, আর এর থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেব।”

“তাদের ডান দিক থেকে”—আয়াতাংশ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস রা বলেছেন, এর অর্থ হলো, “আমি তাদেরকে দ্বীনী আমল সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলব।”

হাসান রা এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “নেক আমলের ব্যাপারে হতাশায় ফেলে দিয়ে তাদের ওপর হামলা করব।”

“এবং তাদের বাম দিক থেকেও”—আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় হাসান রা বলেছেন, “এর অর্থ হলো, আমি তাদেরকে মন্দ কাজে আদেশ করব, সেগুলোর ব্যাপারে উৎসাহ দেব। সেগুলোকে তাদের চোখের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলব।”

ইবনু আব্বাস রা থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, “শয়তান তাদেরকে ওপর দিক থেকে আক্রমণের কথা বলেনি। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপরে রয়েছেন।”

শা'বি রা বলেছেন, “আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর দিক থেকে রহমত প্রেরণ করেন।”

কাতাদাহ রা বলেছেন, “হে আদম-সন্তান, শয়তান তোমাদের কাছে সব দিক থেকে আসে। শুধুমাত্র ওপরের দিক ব্যতীত। কারণ সে তোমাদের ও আল্লাহর রহমতের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে সক্ষম নয়।”

ওয়াহিদী রা বলেছেন, “যারা বলেন—ডান দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সং কর্ম আর বাম দিক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসং কর্ম—তাদের এই মতটি সুন্দর মত। কারণ

আববরা বলে, “আমাকে তোমার ডানে রেখ, কিন্তু বামে রেখ না।” এর অর্থ হলো, আমাকে তোমার নিকটতমদের অন্তর্ভুক্ত করো, দূরবর্তীদের নয়।”

কারও কারও থেকে আযহারি ﷺ বর্ণনা করেছেন, “শয়তান আল্লাহ তাআলাকে শপথ করে বলেছিল,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

‘সে বলল, তোমার ক্ষমতার শপথ, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে ছাড়ব।’<sup>[৫]</sup>

ইবলীস শপথ করেছিল যে, আদম-সন্তানের সবাইকে সে বিপথে পরিচালিত করবে, যেন তারা পূর্ববর্তী মানবসভ্যতার (খারাপ) পরিণতির বর্ণনাসমূহ ও পুনরুত্থানের বিষয়কে অস্বীকার করে। আর লোকেরা যেন দৈনন্দিন আমল নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

আবু ইসহাক ﷺ, যামাখশারি ﷺ প্রমুখ আলিমগণ ভিন্ন কথা বলেছেন, আবু ইসহাকের বক্তব্য হচ্ছে, “এই দিকগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। যেমন, ‘আমি তাদেরকে সব দিক থেকেই আক্রমণ করব।’ সঠিক কথা হচ্ছে (এর অর্থ হলো), আমি তাদের সব দিক থেকেই পথভ্রষ্ট করব। আল্লাহই ভালো জানেন।”

(চতুর্দিক থেকে আক্রমণ সম্পর্কে) আল্লামা আয-যামাখশারি ﷺ বলেছেন, (এর অর্থ হচ্ছে), “অতঃপর আমি সেই চার দিক থেকে আসব, যে দিকগুলো দিয়ে অধিকাংশ শত্রু আক্রমণ করে থাকে। এটা তার কুমন্ত্রণা ও প্রলোভনের মতোই, যা সে তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং যা দ্বারা সে তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَأَسْتَفْزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمْ بِصُوتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ﴾

“তাদের মধ্যে তুমি যাকে পারো উস্কে দাও তোমার কথা দিয়ে, তোমার অশ্বরোহী আর পদাতিক বাহিনী দিয়ে তুমি আক্রমণ চালাও।”<sup>[৬]</sup>

৫ সূরা সোয়াদ (৩৮) : ৮২।

৬ সূরা বানী ইসরাঈল (১৭) : ৬৪।

শাকিক ﷺ বলেছেন, “প্রতিটি সকালেই শয়তান আমাকে সম্মুখ-পশ্চাৎ-ডান-বাম তথা চতুর্দিক থেকেই আক্রমণের জন্য ঝুঁপেতে বসে থাকে। আর বলে, ‘ভয় পেয়ো না; কারণ, আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালু।’

“তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾

‘আমি অবশ্যই সেসব ব্যক্তির প্রতি ক্ষমাশীল, যারা তাওবা করে ফিরে আসে, ঈমান আনে, উত্তম আমল করে। অতঃপর হিদায়াতের পথে চলতে থাকে।’<sup>[৭]</sup>

“শয়তান যখন পিছন থেকে এসে আমাকে তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন করতে চায় যাদের আমি মৃত্যুর পরে ছেড়ে চলে যাব, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

‘আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিয্ক আল্লাহর জিম্মায় নেই।’<sup>[৮]</sup>

“শয়তান যখন আমার ডান দিক থেকে এসে নারীদের ব্যাপারে উত্তেজিত করার প্রয়াস চালায়, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾

‘চূড়ান্ত সাফল্য তো তাদের জন্যেই, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।’<sup>[৯]</sup>

“আর যখন সে আমার বাম দিক থেকে এসে আমার সকল কামনা-বাসনা উত্তেজিত করতে থাকে, তখন আমি তিলাওয়াত করি,

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾

‘(আজ) তাদের ও (জান্নাত সম্পর্কিত) তাদের কামনা-বাসনার মধ্যে একটি দেওয়াল (দাঁড় করিয়ে) দেওয়া হবে।’<sup>[১০]</sup>

৭ সূরা হুহা (২০) : ৮২।

৮ সূরা হুদ (১১) : ০৬।

৯ সূরা আল-আ’রাফ (৭) : ১।

১০ সূরা সাবা (৩৪) : ৫৪।

আমি (ইবনু কায্যিম) বলি, “মানুষ এই চারটি পথের যে-কোনো একটি পথেই চলে। অন্য কোনো পথে চলে না। সে তার ডান, বাম, সামনের বা পিছনের পথ থেকেই যে-কোনো একটি পথ বেছে নেয়। সে প্রত্যেক পথেই শয়তানকে কুমন্ত্রণা দানকারী হিসেবে পায়। কোনো মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার আদেশ মেনে চলতে গিয়ে এই পথগুলোর যে-কোনো একটি পথে চলে, তখন সে শয়তানকে প্রতারক হিসেবে, আল্লাহর পথে বাধাদানকারী হিসেবেই পাবে। কিন্তু সেই মানুষটি যদি যে-কোনো একটি পথকে পাপ কাজের জন্য বেছে নেয়, তা হলে শয়তান তাকে উৎসাহিত করবে আর পাপে লিপ্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ দেবে।

নিম্নোক্ত আয়াতটি আমাদের নেককার সালাফদের উপরি-উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُونًا فَزِنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ﴾

“আমি দুনিয়ার জীবনে তাদের ওপর এমন কিছু সঙ্গী নিয়োজিত করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনের ও পিছনের কাজগুলোকে শোভনীয় করে রেখেছিল।”<sup>[১১]</sup>

আয়াতটির ব্যাপারে কালবি ﷺ বলেছেন, এর অর্থ, “আমি শয়তানকে তাদের সহচর নিযুক্ত করেছিলাম।”

মুকাতিল ﷺ বলেছেন, এর অর্থ, “আমি তাদের জন্য শয়তান সহচরদের প্রস্তুত রেখেছি।”

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেছেন, “তাদের সামনে রয়েছে পার্থিব বিষয়সমূহ, আর তাদের পিছনে রয়েছে পরকালের চিরস্থায়ী বিষয়সমূহ।”

এর অর্থ হলো : সেই সহচরেরা এই দুনিয়াকে তাদের কাছে সুসজ্জিত করে দিয়েছে, যতক্ষণ না তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এমনকি তারা মানুষকে পুরোপুরি আখিরাতেকে অস্বীকার করতে ও তা থেকে দূরে সরতে আহ্বান করেছে।

কালবি ﷺ বলেছেন, “(শয়তান সহচরেরা) তার সামনে আখিরাতের জিনিসগুলোকে এভাবে উপস্থাপন করেছে যে—জান্নাত বলে কিছু নেই, জাহান্নাম বলেও কিছু নেই, আর পুনরুত্থানও নেই। অন্যদিকে দুনিয়াবি বিষয়গুলোকে—যা তার পেছনে

১১ সূরা হা-মীম আস-সাজ্জদা (৪১) : ২৫।

রয়েছে—তা তার কাছে সজ্জিত করেছে। অর্থাৎ দুনিয়াবি সব বিভ্রান্তি তার সামনে সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করেছে!” এই মতই ফার্বা ﷺ গ্রহণ করেছেন।

ইবনু যাইদ ﷺ বলেছেন, “তারা (শয়তানের সাথিরা) আগের এবং পরের পাপগুলোকে তাদের কাছে সুসজ্জিত করে তোলে।”<sup>[১২]</sup>

যখন আল্লাহর শত্রু শয়তান বলল, “তারপর আমি তাদের ওপর হামলা করব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে”—সে এর দ্বারা এই দুনিয়া ও আখিরাতকে বুঝিয়েছে। আর যখন সে বলল, “তাদের ডান দিক থেকে এবং তাদের বাম দিক থেকেও”—সে এর দ্বারা বুঝিয়েছে যে, মানুষের ডান দিকে থাকা সৎকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা তো শুধুমাত্র সৎকর্ম করার উৎসাহ দেন, তাই সৎকর্মে মানুষকে বাধা দেওয়ার জন্য শয়তান সেদিক থেকে মানুষের কাছে পৌঁছতে চাইবে। পক্ষান্তরে বাম দিকে থাকা অসৎকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা অসৎকর্ম করতে আদম-সন্তানকে নিষেধ করেন, তাই শয়তান সেই দিক থেকে আদম-সন্তানের কাছে পৌঁছে অসৎকর্ম করার জন্য তাকে উৎসাহ দেবে। এর সব কিছুই এ আয়াতগুলোতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে,

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

“সে বলল, আপনার তবে আপনার ক্ষমতার শপথ, আমি তাদের সকলকে বিপথগামী করে ছাড়ব।”<sup>[১৩]</sup> এবং,

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَّا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۝ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَاضَلَّ لَهُمْ وَلَأَمْتَنَّهُمْ وَلَأَمُرَّتْهُمْ فَلَيَيبَتُنَّ ۝ أَذَانُ الْأَنْعَمِ وَلَأَمُرَّتْهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে শুধু কতকগুলো দেবীরই পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী শয়তানের পূজা করে। আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন, কারণ

১২ যেমন—তারা যেসব পাপকর্ম করে, শয়তান সে সমস্ত পাপকর্মকে তাদের সামনে সুসজ্জিত করে তোলে, যাতে তারা কৃত পাপের জন্য তাওবা না করে আর তারা যে সমস্ত পাপকর্ম করার জন্য প্রস্তুত, কখনোই যেন সেগুলো ছেড়ে দেবার ইচ্ছা না করে।

১৩ সূরা সোয়াদ (৩৮) : ৮২।

সে বলেছিল, ‘আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব। এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব; অবশ্যই তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করব, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে। আর অবশ্যই তাদেরকে নির্দেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে; আর যে আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে, নিশ্চয় সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।’<sup>[১৪]</sup>

(مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) অর্থাৎ, “একটি নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব।”—আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে দাহূহাক রাঃ বলেছেন, “মাফরুদ মানে-জানা আছে এমন।”

যাজ্জাজ রাঃ বলেছেন, “নির্দিষ্ট অংশ হচ্ছে একটি অংশ, যা শয়তান নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।”

ফাররা রাঃ বলেছেন, “যেসব লোকদের ওপর শয়তান তার কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারবে, সেটাই হলো তার নির্দিষ্ট অংশ।”

আমি (ইবনু কায়্যিম) বলি, “নির্দিষ্ট অংশ মানে নির্ধারিত অংশ। অর্থাৎ, যে ব্যক্তিই শয়তানকে অনুসরণ করবে ও তাকে মান্য করবে, সে-ই শয়তানের নির্দিষ্ট অংশের বলে গণ্য হবে এবং তার ভাগেই বণ্টিত হবে। কেননা আল্লাহর দুষ্মনের আনুগত্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নির্দিষ্ট অংশভুক্ত। আর মানুষ তো মূলত দুই ভাগেই বিভক্ত :

এক. শয়তানের ভাগে পড়া অংশ ও তার ভাগে বণ্টিত।

দুই. আল্লাহর আওলিয়া, তাঁর বাহিনীর লোকেরা (হিব্বুল্লাহ) এবং তাঁর খাস বান্দারা।”

আল্লাহর বাণী—“এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব”; অর্থাৎ, শয়তান সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখার মাধ্যমে এটা করবে।

“আর তাদের মধ্যে নিরর্থক আশা জাগিয়ে দেব”—এ ব্যাপারে ইবন আব্বাস রাঃ বলেন, “শয়তান তাওবা করার পথে বাধা দিতে ও তা বিলম্বিত করতে সংকল্পবদ্ধ।”

---

১৪ সূরা আন-নিসা (৪) : ১১৭-১২০।



কালবি ﷺ বলেছেন, “(অর্থাৎ) আমি তাদের এই আশা দেব যে, জান্নাত জাহান্নাম ও পুনরুত্থান বলে কিছু নেই।”

যাজ্জাজ ﷺ বলেছেন, “(অর্থাৎ) আমি তাদের এভাবে পথভ্রষ্ট করব, যেন তাদের মাঝে মিথ্যা আশা জাগ্রত হয়। ফলে আখিরাতে তাদের সৌভাগ্য বলে কিছু থাকবে না।”

এটাও বলা হয়ে থাকে—“(অর্থাৎ) গুনাহ ও বিদআত করার জন্য আমি তাদের প্রবৃত্তি ও বিদআতের শিক্ষা দ্বারা ধোঁকায় ফেলব।”

আর এটাকে এভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়—“আমি তাদের দুনিয়াবি নিয়ামাতের স্থায়ীত্বের আশা দেখিয়ে ধোঁকা দেব, যাতে তারা আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়।”

“আর তাদের আদেশ করব, যেন তারা গবাদি পশুর কান কেটে দেয়”—অধিকাংশ মুফাসসিরদের মতে এটা দিয়ে আল-বাহীরাহ<sup>[১৫]</sup>-এর কান কাটাকে বোঝানো হয়েছে।

আলিমরা বলেন যে, এটি শিশুর কান ছিদ্র করার বিধানের একটা দলিল। তাদের মধ্যে কিছু আলিম কেবল কন্যা শিশুদের অলঙ্কারের জন্য এর অনুমতি দিয়েছেন, যার সমর্থন পাওয়া যায় আয়িশা ﷺ বর্ণিত উম্ম যর্ ﷺ-এর হাদীসে, যেখানে উম্ম যর্ ﷺ তার স্বামী আবু যর্ ﷺ সম্পর্কে বলেছেন, أَتَأْتِي أُنْثَىٰ “সে আমাকে এত গহনা দিয়েছে যে, আমার কান ভারী হয়ে গেছে।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়িশা ﷺ-কে বললেন, كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زُرْعٍ لِّمِ زُرْعٍ “আবু যর্ উম্ম যর্-এর নিকট যেমন, আমিও তোমার নিকট তেমন।”<sup>[১৬]</sup>

ইমাম আহমাদ ﷺ-এর মতে কানে ছিদ্র করা কন্যা শিশুর জন্য বৈধ, তবে ছেলে শিশুর জন্য মাকরুহ।

“এবং তাদের আদেশ করব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করবে।”—এই আয়াতাত্মক সম্পর্কে ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, “শয়তান এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার দীনকে বুঝিয়েছে।” আর এটিই হলো ইবরাহীম ﷺ, মুজাহিদ ﷺ, হাসান ﷺ, দাহহাক ﷺ, কাতাদাহ ﷺ, সুদী ﷺ, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব ﷺ ও সাঈদ বিন

১৫ আল-বাহীরাহ হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের উটনীর (পরপর দশবার মেয়ে সন্তান জন্ম দেওয়া উটনী, যেটি আরবরা না খেয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিত) মেয়ে সন্তান, যার কান ছিদ্র করে তার মায়েস সাথে ছেড়ে দেওয়া হতো এবং তার দুগ্ধও খাওয়া হতো না।

১৬ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ৫১৮৯

জুবাইর رضي الله عنه-এর অভিমত।

অর্থাৎ, আল্লাহ ﷻ তার বান্দাদের একটি ফিতরাত দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হচ্ছে ইসলামি মিল্লাত। আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

“তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজে থেকে দ্বীনের (ইসলাম) ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি (ফিতরাত), যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। সবাই তাঁর অভিমুখী হও এবং তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়ম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হোয়ো না।”<sup>[১৭]</sup>

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “প্রত্যেক শিশুই ফিতরাত (অর্থাৎ, ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে, এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান বা মাজুসিতে<sup>[১৮]</sup> পরিণত করে। যখন একটি পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চার জন্ম দেয়, তখন কি তোমরা এর কানকাটা দেখো?”

এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

“এটাই আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন।”<sup>[১৯]</sup>

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে দুটি বিষয়ের কথা বললেন। এক. ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান ইত্যাদিতে পরিণত করার মাধ্যমে কারও ফিতরাত পরিবর্তন করা। দুই. কোনো অঙ্গ কেটে দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা। ইবলীস (শয়তান) জানিয়েছিল যে, যেভাবেই হোক সে এই দুটি বিষয় সম্পাদন করবে। তাই সে মানুষকে কুফরে লিপ্ত করিয়ে আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং আল্লাহর সৃষ্টি

১৭ সূরা রুম(৩০): ৩০-৩১।

১৮ জরাথ্রাস্ট নামক এক ব্যক্তি-প্রবর্তিত প্রাচীন পারস্যবাসীর অগ্নিউপাসনামূলক ধর্ম।

১৯ আস সহীহ, ইমাম বুখারি : ১৩৫৯।

স্বাভাবিক রূপ বিকৃত করেছে।

“সে (শয়তান) তো তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশা-আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত করে”—তার প্রতিশ্রুতি সেগুলোই, যেগুলো কিনা কোনো ব্যক্তির অন্তরে পৌঁছে। যেমন : “তুমি আরও অনেক সময় ধরে বেঁচে থাকবে, যেন তুমি এই জীবনে তোমার কামনা-বাসনাগুলো পূরো করে নিতে পারো। এর মাধ্যমে তুমি নিজের লোকদের চেয়ে এবং শত্রুদের চেয়েও উঁচু মর্যাদায় পৌঁছাতে পারবে।”

এভাবে শয়তান একজনের আশা বাড়িয়ে দেয়—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং মিথ্যা ও বিকৃত কামনা-বাসনা জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে। তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি হয় মিথ্যা এবং তার জাগানো আশা-আকাঙ্ক্ষা হয় অপূরণীয়। নোংরা ও বিকৃত আত্মা সব সময় শয়তান থেকে প্রাপ্ত মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, আর মিথ্যা আশা নিয়ে বেঁচে থাকাটাকেই সে উপভোগ করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَقَضَاءً وَاللَّهُ وََسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অলীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।”<sup>[২০]</sup>

এখানে বলা হয়েছে, “শয়তান তোমাদের ‘ফাহশা’ করার জন্য আদেশ দেয়।”

মুকাতিল رحمته ও কালবি رحمته বলেন, “কুরআনে আগত প্রতিটি ‘ফাহশা’ শব্দ দিয়ে অবৈধ যৌনমিলনকে বোঝানো হয়েছে, তবে এই আয়াত ব্যতিক্রম। এখানে (‘ফাহশা’ শব্দ দিয়ে) কৃপণতা বোঝানো হয়েছে।”

তবে সঠিক মত হচ্ছে, ‘ফাহশা’ শব্দটি এখানে সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এটি সব ধরনের মন্দ কাজকে নির্দেশ করে। এখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করে (কোনো মন্দ কাজকে) উল্লেখ করা হয়নি, তাই শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শয়তান মানবজাতিকে মন্দ কাজ ও কৃপণতার আদেশ করে। আল্লাহ উল্লেখিত আয়াতে শয়তানের প্রতিশ্রুতি ও তার আদেশের

২০ সূরা আল-বাকারাহ (০২) : ২৬৮।

উল্লেখ করেছেন। সে মানুষকে মন্দ কাজের আদেশ করে আর (যদি তারা সৎকর্মের ইচ্ছা করে, তবে) তাদের মন্দ পরিণামের ভয় দেখায়।

শয়তান মানুষ থেকে দুটো বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে। এক. সে তাদের সৎকর্ম না করার জন্য উৎসাহ দেয়, তাই তারা সৎকর্ম থেকে বিরত থাকে। দুই. সে তাদের মন্দ কাজের আদেশ দেওয়ার পাশাপাশি এটাকে তাদের কাছে সুশোভিত করে তোলে। যার ফলে তারা সহজেই তা উপভোগ করে।

এরপর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর নিষিদ্ধ বস্তু এড়িয়ে চলে, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে,। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও ক্ষমা পাবে। 'ক্ষমা' মানে হচ্ছে ক্ষতি থেকে সুরক্ষা আর 'অনুগ্রহ' মানে কল্যাণপ্রাপ্তি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলেছেন,

إِنَّ لِلْمَلِكِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لِمَةً، وَلِلشَّيْطَانِ لِمَةً، فَلِمَةُ الْمَلِكِ: إِيْعَادُ بِالْخَيْرِ، وَتَصْدِيقُ بِالْوَعْدِ، وَلِمَةُ الشَّيْطَانِ: إِيْعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالْوَعْدِ

“আদম-সন্তানের অন্তরে ফেরেশতার উৎসাহ<sup>[১১]</sup> যেমন আছে, তেমনি আছে শয়তানের প্ররোচনা। ফেরেশতা কল্যাণের ওয়াদা করে এবং (কল্যাণের) ওয়াদার সত্যায়ন করে। আর শয়তান অকল্যাণের ভীতি প্রদর্শন করে এবং (আল্লাহর দেওয়া কল্যাণের) ওয়াদাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়।

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾

“শয়তান তোমাদেরকে অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।”<sup>[১২]</sup>

ফেরেশতা ও শয়তান রাত ও দিনের পরিবর্তনের মতোই ব্যক্তির অন্তরের পরিবর্তন করে ফেলে।

১১ লাম্বাতুন মানে মনে আসা ভালো কিংবা মন্দ চিন্তা। তুহফাতুল আলমাইদ, আল্লামা সাঈদ আহমেদ পালনপুরি, ৭/১৪৪, যামযাম পাবলিশার্স।

১২ ইগাসাতুল লাফহান, ইমাম ইবনুল কায়্যিম : ১০৮। মশহুর হাদীস; সামান্য শাব্বিক পার্থক্যসহ আস সুনান, ইমাম তিরমিযি : ২৯৮৮, হাদীস হাসান গারীব।